ভোরের কাগজ

37

তারিখ ... ... FEB. 12 2000
পৃষ্ঠা 37 কলাম 1

বইমেলা কথকতা

জমাট মেলায় ক্রেতা ১০০তে ৩৫

মানস ঘোষ : বইমেলা শুরুর পর প্রথম ছুটির দিন। মেলা জমে ওঠার জন্য এরচেয়ে ভালো উপলক্ষ আর কিইবা হয়? যথারীতি মেলা পরিণত হয়েছে হাটে দিনমান গ্রন্থপিপাসুদের পদভারে। ছিলেন নিয়মিত আড্ডাবাজরা। লেখক-কবি-প্রকাশকরা তো ছিলেনই, কেউ কেউ এসেছিলেন স্রেফ দেখতে। নতুন বই আর বইয়ের উৎসব। এভাবেই বিকাল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যা হলো- মেলা পরিণত হলো জনসমুদ্রে।

এমন দিনে বইয়ের বিক্রি কিন্তু মন্দ হয়নি। প্রকাশকরা তো বলেছেনই। ভোরের কাগজ নিজে জরিপ করে দেখেছে গতকাল মেলায় আসা প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৩৫ জনই বই কিনে বাড়ি নিয়ে গেছেন। সংক্ষিপ্ত এই জরিপটি করা হয় দৈবচয়ন ভিত্তিতে মেলার তিন গেটে দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬টা ৫ পর্যন্ত মাঝের গেট দিয়ে বের হওয়া ১০০ জনের মধ্যে ৪৬ জনের হাতে বইয়ের প্যাকেট ছিল। এর পরের পাঁচ মিনিটে দক্ষিণ গেট দিয়ে বই নিয়ে বের হওয়া দর্শক ছিলেন ২৩ জন। শেষ জরিপ চালানো হয় উত্তর গেটে। এখান দিয়ে বের হওয়া ১০০ জনের মধ্যে বই ছিল ৩৬ জনের হাতে। পরে গড় হিসাব করে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো শতকরা ৩৫।

কথা সাহিত্যিক প্রকাশক মঈনুল আহসান সাবের এমন তাৎক্ষণিক জরিপকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আসল ক্রেতার সংখ্যা এমনই হবে। মেলার সময় যতো গড়াবে ক্রেতার এই পরিমাণ আরো বাড়বে।

প্রথম বসন্ত : ভালোবাসার দিন এবং কবিতার কথা

'একশত ভালোবাসার কবিতা' নিয়ে মেলায় এলেন কবি মহাদেব সাহা সন্ধ্যার একটু পর। বইটিতে তখনো লেগেছিল ভেজা আঠার গন্ধ। বললেন, 'কবিতার পাঠককে এ আমার সহস্রাব্দের উপহার : ভালোবাসাই তো উপহার দেওয়া যায়।' বইটির প্রকাশক অন্যপ্রকাশের মাজহারুল ইসলাম-এর সঙ্গে যোগ করে বলেন, '১৪ তারিখে ভ্যালেন্টাইন্স ডে, এ জন্যই তাড়াহুড়ো করে দাদার বই আজ নিয়ে এলাম।' মহাদেব সাহাকে ঘিরে অটোগ্রাফ শিকারীরা ততোক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন অনন্যা প্রকাশনীর মনিরুল হক। বাংলাবাজারে তাকে বলা হয় কবিতাপ্রেমী প্রকাশক। কবিতার বই অনন্যা থেকে বরাবরই বেশি প্রকাশিত হয়। এ বছরও আল মাহমুদ, মহাদেব সাহা, আসাদ চৌধুরী, রফিক আজাদ, অসীম সাহা, মারুফ রায়হান, আনিসুল হকসহ ১২ জন কবির বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে অনন্যা। এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে সাতটি বই। মনিরুল হক বলেন, 'তিন-চারজন কবির বই চলে। বেশি চলে মেলায়। বিশেষ করে প্রথম বসন্ত আর ভালোবাসা দিবসে। তবু কবিতা আমি বের করি। বোধ হয় কবিতার প্রতি ভালোবাসা জন্মেছে।'

এ কথায় সায় দিলেন মাওলা ব্রাদার্সের আহমেদ মাহমুদুল হক। শিখা প্রকাশনীর নজরুল ইসলাম বাহার। তারা বললেন, 'কবিরা আমাদের কাছে পাণ্ডুলিপি নিয়ে এলে আমরা সাধারণত মনিরকে দেখিয়ে দেই।' তবে মাওলা ব্রাদার্স থেকে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে নির্মলেন্দু গুণের কবিতা গ্রন্থ 'আমি সময়কে জন্মাতে দেখেছি।' কবির 'বাৎসায়ন' (পার্ল) এ মেলায় আরেকটি নতুন বই। কবি শামসুর রাহমানের নতুন দুটি কবিতার বইয়ের মলাট চলে এসেছে। বই আসবে দু দিনের মধ্যেই বিউটি বুক হাউস থেকে।

তরুণ কবিদের কবিতার একাধিক বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে এরই মধ্যে আলোচনায় চলে এসেছে শাহবাগকেন্দ্রিক প্রকাশনা 'শ্রাবণ'। এ প্রকাশনা সংস্থা থেকেই কবিতার বই নিয়ে মেলায় হাজির হচ্ছেন, মাসুদুল হক, শিমুল মাহমুদ, পারভেজ চৌধুরী, রহমান হেনরী, আহমেদ স্বপন মাহমুদ প্রমুখ। তরুণদের বই বের হচ্ছে 'জনান্তিক' থেকেও।

বড়ো বড়ো প্রকাশনার মধ্যে দিব্যপ্রকাশ নিয়ে এসেছে আবু কায়সারের কাব্যগ্রন্থ 'নিরুদ্দেশ অক্ষৌহিনী' ও আলতাফ হোসেনের 'বলি যে তারানা হচ্ছে'। শিখা প্রকাশনী এবং সময় প্রকাশন কোনো কবিতার বইই নিয়ে আসছে না। আগামী থেকেও বেরিয়েছে কিছু কবির বই। গতকালই এ মেলায় আগামী নিয়ে এসেছে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা সিকদার আমিনুল হক'। এ ছাড়াও নতুন কবিতা থাকছে অন্যপ্রকাশ, র‍্যামন, ব্যতিক্রমের স্টলে। সব মিলিয়ে প্রথম ৬ দিনেই কবিতার বই বেরিয়েছে প্রায় অর্ধ শতাধিক। তবে এর কতোগুলো আসলে কবিতা- এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন এক তরুণ কবি। দারুণ এক তাত্ত্বিক মন্তব্য করে বসলেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই কবি। বললেন, 'কবিতা লিখলে আর ছাপলেই কবি হওয়া যায় না।' এই কবি আর অকবিদের নিয়ে আজ থেকে আগামী ৩ দিন মেলা মাতবে এমনটাই সবার প্রত্যাশা। কারণ কাল যে প্রথম বসন্ত। তারপর পরদিন আবার ভালোবাসা দিবস। এমন দিনগুলোতে উপহার মানেই কবিতা। ভালোবাসার কবিতা।

নতুন বইয়ের খবর

কাল মেলায় এসেছে লুৎফর রহমান রিটনের শিশুতোষ গল্প 'টোকাই আমিন টোকাই বেড়াল' (শিশু একাডেমী), নেত্রকোনা নিবাসী পঞ্চাশোর্ধ কবি খালেদ মতিনের কবিতার বই 'শরাধারে মমি' (সন্দেশ), কামরুন নাহার শিমুল ও কাজী ইমদাদ সম্পাদিত 'শিশু-কিশোর কবিতা' (ঘাসফুলনদী), সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্তের প্রবন্ধের বই 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বনাম সাংবাদিকতা' (কাকলী), আনিসুল হকের গদ্যকার্টুন 'অশ্বডিম্ব' (পার্ল), হুমায়ূন আহমেদের 'হিমু অমনিবাস' (পার্ল), আশরাফ জামানের কবিতার বই 'এমন দিনে তারে বলা যায়' (অ্যাভেরিনা আশরাফ), আল মাহমুদের কবিতার বই 'দ্বিতীয় ভাঙন' (অনন্যা) এবং ইলা মজুমদারের 'শ্রুতিতে স্মৃতিতে বারীণ মজুমদার' (অবসর)

বইমেলায় নতুন আসা আরো কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদপট